আগামী দুই মাসে বড় রকমের কোন সমস্যা/সংকটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ ঃ

১। পেট্রোবাংলা ঃ

ক) উৎপাদন বন্টন চুক্তির আওতায় আইওসি কোম্পানীসমূহের উৎপাদিত গ্যাস সরকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক মূল্যে পেট্রোবাংলা ক্রয় করে যাহার প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাসের মূল্য বাংলাদেশী মূদ্রায় প্রায় ২১০.০০ টাকা। অথচ, ক্রয়কৃত এই গ্যাস সরকার নির্ধারিত অত্যন্ত কম মূল্যে তথা প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাস গড়ে মাত্র ১২০.০০ টাকা হারে বিক্রয় করা হইতেছে। ক্রয় মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের এই পার্থক্যের কারণে পেট্রোবাংলার তহবিল ঘাটতির পরিমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক কোম্পানীসমূহের বর্ণিত বিলসমূহ সুদ ব্যতীত ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে পরিশোধের ব্যর্থতায় Libor+1% হারে বৈদেশিক মূদ্রায় সুদ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। এই অবস্থায় পেট্রোবাংলার Payment Obligation মিটানো, বৈদেশিক মূদ্রায় সুদ পরিশোধের বিষয়টি পরিহার তথা দেশের গ্যাস সরবরাহের সামগ্রিক ব্যবস্থা সচল রাখিবার নিমিত্তে বর্ণিত ইনভয়েসসমূহ পরিশোধের জন্য সরকারের নিকট বিভিন্ন সময়ে আর্থিক মঞ্জুরী চাওয়া হয়। সর্বশেষ গত ৪-১১-২০০৮ তারিখে সর্বমোট ২৩৬৮.৪৩ কোটি টাকা ক্রমপুঞ্জিভূত ঘাটতির বিপরীতে ১৫০০.০০ কোটি টাকা ভর্তুকি মঞ্জুরী চাওয়া হইয়াছে। এই অর্থের পরিমান ক্রমানয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই অবস্থায় আগামী মাসগুলিতে আর্ন্তজাতিক তেল কোম্পানী সমূহের বিল পরিশোধে পেট্রোবাংলার Payment Obligation মিটানো খুবই দুরূহ হইয়া পড়িবে। সেই ক্ষেত্রে গ্যাস সরবরাহকারী বর্ণিত কোম্পানী সমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিল পরিশোধে ব্যর্থতায় সুদ আরোপ সহ গ্যাসের সরবরাহ বন্ধের বিষয়টিও হুমকির সন্মুখীন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

গ) বর্তমানে দেশের সম্মিলিত গ্যাস চাহিদা আনুমানিক দৈনিক ২৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট, সরবরাহ করা হচ্ছে দৈনিক কমবেশী ১৯৭০ মিলিয়ন ঘনফুট। ফলে চাহিদার বিপরীতে গ্যাসের ঘাটতি দৈনিক কমবেশী ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট। সময়ের সাথে তাল রেখে গ্যাস অনুসন্ধান না করাসহ গ্যাস সঞ্চালনে সীমাবদ্ধতা এবং বিদ্যমান গ্যাস ফিল্ড সমূহে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ না করার কারণে গ্যাসের বর্তমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না। তবে এ অবস্থা উত্তরনের লক্ষ্যে জরুরীভাবে নতুন অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খননের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান আছে।

এ সকল কার্যক্রমের সফল সমাপনান্তে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে তা দ্বারা বিদ্যমান গ্যাস ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে। তবে ল্লেখযোগ্য গ্যাসের নতুন রিজার্ভ প্রাপ্তি ব্যতিত বর্ধিত গ্যাস চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না। এজন্য ব্যাপক অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহনের য়োজন হবে।

২। কর্ণফুলি গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ ঃ

সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদন আরও হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র হইতে দৈনিক ১৯-২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস রবরাহ করা হইতেছে। জাতীয় গ্রীড হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে না বিধায় কেজিডিসিএল (চট্টগ্রাম অঞ্চল) এর চাহিদা মিটানো যাইতেছে না।